

(କ) i (ଘ) i ଓ iii (ଙ) ii (●) i, ii ଓ iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ | বহরমপুর অঞ্চলের মানুষ তাদের চেয়ারম্যানের স্বৈরাচারী মনোভাব ও কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিনি তার কাছের দুই-একজন ছাড়া অন্যদের কোনো সুযোগ-সুবিধাই দিতেন না। অন্যরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চেয়ারম্যান পেশিশক্তি প্রদর্শন, রক্তপাত ঘটিয়েও আন্দোলন স্তিমিত করতে পারেননি। জনগণের ঐক্য, সংগ্রামী চেতনা, আত্মত্যাগের কাছে তাঁর ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উক্ত চেয়ারম্যান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

- ক. ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন কে? ১
- খ. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ কেন পরাজিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. বহরমপুরের মানুষের আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'বহরমপুরের চেয়ারম্যানের পরিণতি যেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি'— উক্তিটি পরীক্ষা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন ইফ্ফান্দার মির্জা।

খ মুসলিম লীগের দুঃশাসন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, শোষণ, দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, পাকিস্তানের দুই অংশে বৈষম্য ইত্যাদি মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা অনেক হ্রাস করে। এ দলের ওপর জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্টের ওপর মানুষের আস্থা জন্মাতে শুরু হয়। এ দলের কর্মসূচিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। ফলে যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে।

গ বহরমপুরের মানুষের আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন উপায়ে তাদের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকে এবং স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। তাদের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠী বারবার রাজপথে নেমেছে। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি ঘোষণার পর থেকে। তখন সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। ছাত্রদের ১১ দফা দাবি জাগরণের স্পৃহাকে আরও উজ্জীবিত করে। সকল দাবির একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘটানো এবং পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করা। জনগণের ঐক্য, জাগরণ যে স্বৈরাচারী শাসকদের বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী তা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। সুতরাং বলা যায়, বহরমপুর অঞ্চলের বিদ্রোহ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের আরেকটি প্রতীকী চিত্র।

ঘ বহরমপুরের জনগণের সংগ্রামের ফলে তাদের স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘটে এবং উদ্দীপকের এ ঘটনাটি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রতিচ্ছবি। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে। জনগণের ঐক্য, জাগরণ যে স্বৈরাচারী শাসকদের বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী তা এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। এ আন্দোলনের ফলে ছাত্ররা জাতিকে নেতৃত্বের নতুন প্রজন্ম উপহার দেয়। ছাত্রদের ঐক্য রাজনীতিবিদদেরও ঐক্যবদ্ধ করে। এককথায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়।

একইভাবে বহরমপুর অঞ্চলের জনগণ তাদের এলাকার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। তারা স্বৈরাচারীর পতনের জন্য রক্ত ঝরাতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এক পর্যায়ে গণজাগরণের কাছে বহরমপুরের চেয়ারম্যানের পরাজয় ঘটে। যেমনটি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ঘটেছিল। সুতরাং বলা যায়, বহরমপুরের চেয়ারম্যানের পরিণতি তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি। তাই প্রশ্নের উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ২ | ঘটনা-১ : 'ক' দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাস ছিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী একটি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের জন্য নির্ধারণ করে। এতে অন্য ভাষাভাষীরা আন্দোলন করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে শাসকগণ সব ভাষাকেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ঘটনা-২ : দাদা তার নাতি তৌহিদুলকে বললেন, 'তাঁর বাবা আনসারি সাহেব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর দল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপণ করেন।'

- ক. কতজনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করা হয়? ১
- খ. ছয় দফাকে বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল বলা হয় কেন? ২
- গ. ঘটনা-১ : তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ঘটনা-২ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবি-মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

খ ৬ দফা পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিকসহ সকল অধিকারের কথা তুলে ধরে। এ কর্মসূচি বাঙালির জাতীয় চেতনামূলে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এ ৬ দফা কর্মসূচি বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এ ছয় দফার পথ ধরে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। তাই ছয় দফাকে বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনা-১ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে ইঙ্গিত করে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা উপেক্ষা করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভাষী লোকেরা তথা বাঙালিরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ১৯৪৮ সালে সূত্রপাত ঘটে ভাষা আন্দোলনের। যার সফল সমাপ্তি ঘটে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার রক্তদানের মধ্য দিয়ে। এ দিন মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠার জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বস্তরের জনগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। ফলে শহিদ হন অনেক বাঙালি মায়ের বীর সন্তান। পরবর্তীতে শাসকগোষ্ঠী ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ঘটনা-১ মহান ভাষা আন্দোলনের ইঙ্গিত বহন করে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ঘ ঘটনা-২ এ উল্লিখিত ঘটনাটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবি। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা ষড়যন্ত্র ও কালক্ষেপণ করতে থাকে। তারা বিভিন্ন

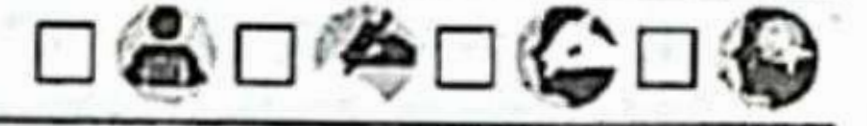
টালবাহানা শুরু করে। এক পর্যায়ে বাঙালিদের দমন করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চালায় হত্যাযজ্ঞ। শিশু, বৃদ্ধ, নারী কেউ বাদ যায়নি তাদের এ হত্যাযজ্ঞ থেকে। নির্বাচনে বিজয়ী দল

তথা আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঘটনা-২ এ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

সৃজনশীল অংশ



কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি



১. মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ ১ : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১)

শিখনফল ১.১ : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণ, ঘটনা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

প্রশ্ন ৩ : চিত্রটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



- ক. যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে কত দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে? ১
- খ. পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা কেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল? ২
- গ. চিত্রটির সাথে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জাতীয় জীবনে চিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের তাৎপর্য বা গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে ২১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে।
- খ. পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা তাদের স্বকীয়তার ওপর আঘাত হানার আশঙ্কায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। অধিকন্তু তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। উর্দু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রচলিত ভাষা। আর উর্দু রাষ্ট্রভাষা থাকলে তাদের সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার ঘটবে ভেবে তারা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।
- গ. দৃশ্যমান চিত্রটির সাথে সংশ্লিষ্ট আন্দোলন হলো আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে যখন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, “পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।” তার এ ঘোষণার সাথে সাথে বাংলার জনগণের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অসংখ্য ঘটনার ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বস্তরের জনগণ পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে সরকারের নির্দেশে পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর গুলি চালায়। গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক ও নাম না জানা আরও অনেকে। এভাবে বাংলার দামাল ছেলেদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট।
- ঘ. দৃশ্যমান চিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য বা গুরুত্ব জাতীয় জীবনে অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ। এ

আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং বাঙালি নবচেতনায় উদ্ভূত হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের দাবি আদায়ের শিক্ষা দেয়। আর ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়া এ শিক্ষারই ফসল। তাছাড়াও ভাষা আন্দোলনে সৃষ্ট চেতনাবোধ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা পায়। ভাষা আন্দোলন যদিও একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল, তথাপি এ আন্দোলন রাজনৈতিক চেতনাও সৃষ্টি করে। সর্বোপরি ভাষা আন্দোলনের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, তা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। পরিশেষে বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এ আন্দোলনের ইতিহাস অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যুগ যুগ ধরে এদেশবাসীকে প্রেরণা যোগাবে।

শিখনফল ১.২ : ভাষা আন্দোলন ও ২১শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে জানতে পারবে।

প্রশ্ন ৪ : অনুপম তার বাবাকে বলে, বাবা কাল সোমবার ২১শে ফেব্রুয়ারি। তুমি আমার জন্য লাল ফিতা, গেঞ্জি ও বুট জুতা নিয়ে আসবে। বাবা বলে, তুমি কি জান এ দিবস কীভাবে এসেছে? অনুপম বলেন, ভাষা আন্দোলনের ফলেই ২১শে ফেব্রুয়ারি এসেছে। বাবা আক্ষেপের সাথে বলেন, এ দিবসের পিছনে লাল ফিতা, গেঞ্জি জড়িত নয়; বরং রক্ত! রক্ত আর রক্ত!

- ক. UNESCO কত সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে? ১
- খ. ভাষা আন্দোলনের পিছনে কাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য? ২
- গ. অনুপমের বাবা কেন রক্ত! রক্ত! রক্ত! বলে আক্ষেপ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “ভাষা আন্দোলনের ফলেই ২১শে ফেব্রুয়ারি” এসেছে— অনুপমের উক্তিটি তুমি কীভাবে বিশ্লেষণ করবে? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. UNESCO ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে।
- খ. ভাষা আন্দোলনের পিছনে কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, গাজীউল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল মতিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তির ভূমিকা অগ্রগণ্য। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষার দাবিতে সমগ্র দেশে ধর্মঘট ডাকা হলে অলি আহাদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অধিকাংশ নেতা গ্রেফতার হন। পুলিশের দমন-পীড়নে বহু ছাত্রছাত্রী মারাত্মক আহত হন। সর্বোপরি রফিক, জব্বার ও আবুল বরকতসহ আরও অনেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই বলা যায়, মহান ভাষা আন্দোলনে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।